তারিখ 22 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৭৩ কলাম ৫

প্রথম আলো

কলেজের অধ্যক্ষদের সমাবেশে শিক্ষামন্ত্রী

আমরা একসঙ্গে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেব

বাসস ●

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য শিক্ষা পরিবারকে আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা নির্বিঘ্ন এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে তিনি এ আহ্বান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসায় জঙ্গিবাদ ঢুকবে আর আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব, তা হয় না। সমগ্র জাতি আমরা একসঙ্গে মিলে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেব।'

রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে গতকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর অধ্যক্ষদের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শান্তি'র এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সারা দেশ থেকে আসা প্রায় ১ হাজার ২০০ কলেজ অধ্যক্ষ যোগ দেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক এস এম ওয়াহিদুজ্জামান।

শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ইডেন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ গায়েত্রী চ্যাটার্জি, ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আবু সাঈদ, বাংলাদেশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক মো. আলাউদ্দিন, ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক দিল আফরোজা।

সমাবেশে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষার্থী জঙ্গিবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা খোঁজ-খবর নেওয়া শুরু করেছি। কারা এসব কর্মকাণ্ডে জড়িত, তাদের খুঁজে বের করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।' শিক্ষকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনারাও সচেতন থাকুন, আপনাদের শিক্ষার্থীরা যেন এই ব্যাধিতে না জড়ায়।'

অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ সভাপতির ভাষণে বলেন, 'হাজার বছর ধরে আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে শান্তি, সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি, যা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ বাঙালির সমাজ, দর্শন ও আদর্শের পরিপন্থী।'

হারুন-অর-রশিদ বলেন, নিরীহ মানুষকে জিম্মি কিংবা টার্গেট করে তাদের প্রাণ সংহার করা যেতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সমাজের মূল ভিত্তি ও আদর্শকে কিছুতেই নস্যাৎ করা যাবে না। সন্ত্রাসীরা নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য। তিনি দেশের সব কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের প্রতি দায়িত্ব অর্পণসহ অবিলম্বে ভিজিল্যান্স টিম গঠনের অনুরোধ জানান।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. আসলাম ভূঁইয়া ও অধ্যাপক হাফিজ মুহম্মদ হাসান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. নোমান উর রশীদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মীজানুর রহমান, আইইউটির উপাচার্য অধ্যাপক মুনাজ আহমেদ নূর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মাহবুবার রহমান, শিক্ষক নেতা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।